

**১৬ই আগস্ট, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।**

১৬ই আগস্ট, ১৯৯৯ ইং তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৯তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিস্ফুট-ক তে বর্ণিত আছে।

আলোচ্যসূচী-১ : ৬৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৬৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণের জন্য সভায় তা উপস্থাপন করেন। ৬৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা নির্বাহী পরিচালক সে বিষয়ে সভার সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৬৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর বোর্ড সদস্যদের কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-২ : গ্যাস পাইপ লাইন পুনঃস্থাপনে ক্ষতিপূরণের অর্থ ঠিকাদারের নিকট থেকে আদায় এবং সিএসসির প্রফেশনাল ফি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

বঙ্গবন্ধু সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপন বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ ঠিকাদারের নিকট থেকে আদায় এবং সিএসসি (RPT-NEDECO-BCL)-এর প্রফেশনাল ফি পরিশোধের প্রসঙ্গটি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, গত ১১/৬/৯৯ ইং তারিখে সেতুতে স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত হলে পরবর্তীতে ঠিকাদার কর্তৃক নিজ ব্যয়ে পাইপলাইন পুনঃস্থাপন করার পরও কর্তৃপক্ষের তরফ হতে এ কাজের জন্য অতিরিক্ত প্রায় ৮,৫৭,৮৭,৪৫৫.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে সিএসসি'র প্রফেশনাল ফি ৩,৭১,৫৩,৪৬৯.৪৯ টাকা, সিএসসি'র site cost ৩৮,৯১,১৭৩.০০ টাকা, প্যানেল অব এক্সপার্টের প্রফেশনাল ফি ১,২৯,৬০০.০০ টাকা এবং সিডি/ভাউট হচ্ছে ৪,৪৫,১৩,২১২.৫১ টাকা।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনের ফলে যে ক্ষতি বা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে তার একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ঠিকাদারের সেতু অংশের কাজের (আইপিসি) বিল থেকে কর্তনের জন্য সিএসসি-কে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু সিএসসি জানায় যে, চুক্তি অনুযায়ী তারা আইপিসি থেকে এ ধরনের সমন্বয় করতে পারে না। তারা আরো জানায় যে, বাংলাদেশের চুক্তি আইনে সেতু কর্তৃপক্ষ উক্ত ক্ষতির অর্থ আইপিসি থেকে সরাসরি কর্তন করতে পারে। সিএসসি-এর আইন উপদেষ্টাও একই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সেতু কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের মতামত চাওয়া হলে তিনি বাংলাদেশের চুক্তি আইনে এরূপ কর্তনের কোন শর্ত রাখা হয়নি বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে কোর্টের মাধ্যমে এ দাবী আদায় করা যায়। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে উভয় আইন উপদেষ্টার সাথে সরাসরি আলোচনা করা হয়। কিন্তু এটি বৃকিপূর্ণ মনে হওয়ায় আইপিসি থেকে এ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। তাই আইপিসি থেকে কর্তন ছাড়াই ঠিকাদারের পাওনা অর্থ পরিশোধ করা হয়।

৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ঠিকাদারের Retention money পরিশোধের লক্ষ্যে আইপিসি ইস্যু হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এর প্রেক্ষিতে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সিএসসি'র আইন উপদেষ্টার সাথে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনে অতিরিক্ত ব্যয় আদায় নিয়ে পুনরায় আলোচনা হয়। এবার সিএসসি একমত পোষণ করে যে,

যেহেতু Retention money চূড়ান্তভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে সেহেতু ক্ষতিপূরণের অর্থ সিএসসি'র মাধ্যমে কর্তনপূর্বক আইপিসি ইস্যু করা যুক্তিসঙ্গত হবে। তিনি আরও জানান যে, ক্ষতিপূরণের অর্থ ঠিকাদারের retention money এর বিল (আইপিসি) থেকে কর্তনের পূর্বে ইস্যু করার জন্য খসড়া Notification of Claim এর উপর আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের কতিপয় সুপারিশ পাওয়া গেছে।

৪। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, সিএসসি একটি পত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাদের প্রফেশনাল ফি পরিশোধ না করলে তাদের কার্যক্রম স্থগিত রাখবে বলে জানিয়েছে। এ বিষয়ে সিএসসি'র সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর তারা নোটিশ প্রত্যাহার এবং দাবীকৃত ফি সহ অন্যান্য অর্থ তাদের মাধ্যমেই ঠিকাদারের বিল (আইপিসি) থেকে কর্তনের বিষয়ে সম্মত হয়। গত ২৮/৭/৯৯ ইং তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের নিকট হতে এ বিষয়ের উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, যাতে তিনি সিএসসি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ আইপিসি থেকে কর্তনের স্বপক্ষে আইনগত দিক তুলে ধরেন। তাছাড়া ইতিপূর্বে প্রেরিত আরেকটি মতামতে ২য় বার প্রদেয় সিডি ভ্যাট ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঠিকাদারের নিকট থেকে আদায়যোগ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। সেতু কর্তৃপক্ষ পাইপলাইন পুনঃস্থাপনে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়ের লক্ষ্যে Notification of Claim ইস্যু করা এবং উক্ত অর্থ সিএসসি-এর মাধ্যমে আইপিসি থেকে কর্তনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে।

৫। বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ উল্লেখ করেন যে, ঠিকাদার কর্তৃক সেতুর উপর গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের সময় সিএসসি সুপারভিশনের দায়িত্বে ছিল সেহেতু গ্যাস পাইপলাইন পড়ে যাওয়ায় পাইপলাইন পুনঃস্থাপনে সুপারভিশন ফি বাবদ তাদের দাবীকৃত উক্ত অর্থ প্রদান কতটুকু যুক্তিসঙ্গত এবং CSC-কে জরিমানা (penalty) করার বিষয়টিও বিবেচ্য। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ডিজাইনে ত্রুটি থাকলে এর দায়-দায়িত্ব কার জানতে চান এবং যদি ডিজাইন ও তদারকীর দায়িত্ব সিএসসির থাকে তবে গ্যাস পাইপলাইন দুর্ঘটনার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই সিএসসি-কে বহন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, চুক্তি অনুসারে ডিজাইনে কোন ত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব ঠিকাদারের রয়ে যায় যদিও সিএসসি ডিজাইন অনুমোদন করেছে। কিন্তু এই অনুমোদন দায়িত্ব মোচন করে না। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী কনসালটেন্ট, সাব-কনসালটেন্ট বা তাদের ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা কোন ক্ষতি হলে সে দায়িত্ব কনসালটেন্ট বা সিএসসি বহন করবে না। স্বরাষ্ট্র সচিব গ্যাস পাইপলাইন দুর্ঘটনার জন্য ঠিকাদারের দায় দায়িত্ব কতটুকু তা পরীক্ষা করা এবং ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের মতামত ও চুক্তির আলোকে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের সময় তা পড়ে যাওয়া একটি বড় ধরনের ক্ষতি। এরূপ ক্ষতির জন্য ঠিকাদার অবশ্যই দায়ী এবং সেই সাথে সিএসসিকেও দায়ী করা উচিত বলে অনেক প্রতিনিধি মন্তব্য করেন। এত বড় ক্ষতির পরও যদি সিএসসি দায়ী না হয় তবে কোন ধরনের ক্ষতির জন্য সিএসসি-কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে, এ নিয়ে অনেকেই সভায় প্রশ্ন তোলেন। কোন কোন প্রতিনিধি সভায় এও মন্তব্য করেন যে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে সিএসসি তথা নির্মাণ তদারকী উপদেষ্টারও অবশ্যই কিছু দায় দায়িত্ব থাকা উচিত নতুবা তাদের তদারকীর কি যুক্তিকতা থাকতে পারে। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ গ্যাস পাইপলাইন দুর্ঘটনার জন্য সিএসসি কতটুকু দায়ী তা নিরূপণ সাপেক্ষে তাদের জরিমানার (penalty) বিষয়টি পরীক্ষা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

৬। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

ক) বঙ্গবন্ধু সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে (সিএসসির ফি ও অন্যান্য ফি, সিডি ভ্যাট ইত্যাদি) তা ঠিকাদারের নিকট থেকে আদায়ের লক্ষ্যে Notification of Claim ইস্যু করতে হবে।

খ) গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনে ক্ষতিপূরণের অর্থ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের (সিএসসি) মাধ্যমে ঠিকাদারের বিল (আইপিসি) থেকে কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) গ্যাস পাইপলাইন দুর্ঘটনার জন্য সিএসসি কতটুকু দায়ী তা নিরূপণ সাপেক্ষে তাদের (সিএসসি)-কে জরিমানা (penalty) করা এবং এ কাজের জন্য সিএসসি'র দাবীকৃত ফি প্রদানের যৌক্তিকতাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩ : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ছক (পিপি) সংশোধন প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পিপি সংশোধনের বিষয়টি সভায় তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, গত ১৫/০৬/৯৪ ইং তারিখে অনুমোদিত পিপিতে (১ম সংশোধন) বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৪৪০.৪৯ কোটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন কারণে যেমন: চুক্তি বহির্ভূত কিছু অতিরিক্ত কাজ, মূল কর্মসূচী পরিবর্তন, interface সমস্যার জন্য উদ্ধৃত অতিরিক্ত কাজ, পশ্চিম ও পূর্ব গাইড বাঁধের নক্সা পরিবর্তন হেতু অতিরিক্ত কাজ, অতিরিক্ত একটি ড্রেজার মবিলাইজেশন, চুক্তি নং-৪ এর আওতায় কয়েকটি অতিরিক্ত সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, পশ্চিম তীরে একটি রেলওয়ে ওভার ব্রীজ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যায়। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও কিছু কাজ যেমন : পরিবেশ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ২০০১ সাল পর্যন্ত চলবে। তাছাড়া সেতু চালু হওয়ার পর হতে প্রথম তিন বৎসর সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উন্নয়ন বাজেট হতে সংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল কারণ বিবেচনায় এনে ৬২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০১ সাল পর্যন্ত ৩৭৬৯.১৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত পিপি প্রস্তুতপূর্বক তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

২। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, গত ২০/৮/৯৮ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে পিপি সংশোধনকালে প্রয়োজনের তগিদে কিছু নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে, যেমন : আরডিএ (বগুড়া)-এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ খনন, টোল যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সুবিধাদী উন্নীতকরণ, নিরাপত্তা বেড়া নির্মাণ, বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ, চুক্তি বহির্ভূত রক্ষণাবেক্ষণ, সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায় উন্নীতকরণে যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য সিডিভ্যাট, স্টাডিজ এবং সার্ভে পরিচালনা প্রভৃতি। এ ছাড়া কিছু আইটেমে ব্যয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চুক্তি-৩ ও ৪ খাতে ৫৩.১৬ কোটি টাকা, অপ্রত্যাশিত কনটিনজেন্সি খাতে ৭৪.০০ কোটি এবং সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬৭.৩৭ কোটি টাকা। বর্ণিত কারণ সমূহের জন্য বর্তমানে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৩৯৫১.৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ অনুমোদিত পিপির তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১৪.৯০%।

৩। নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিপি সংশোধন করে গত ১১/৫/৯৯ ইং তারিখে সংশোধিত পিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত পিপিতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ১/৮/৯৯ ইং তারিখে প্রস্তাবিত পিপির উপর পুনরায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় যে সকল খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলো সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমতাবস্থায় নির্বাহী পরিচালক ৩৯৫১.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রস্তাবিত পিপি বোর্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করেন।

৪। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ যে সকল আইটেমের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঠিকাদারদের দাবী সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত হন।

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত(২য়) পিপিতে যে সকল আইটেমের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলো পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে সকল বিষয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তা পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করে কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৪ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেগুলেশনস, ১৯৯৯ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক সভায় যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেগুলেশনস' ১৯৯৯ উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সেতু কর্তৃপক্ষের খসড়া আইনের উপর ভিত্তি করে বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী-কে দিয়ে "যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেগুলেশনস' ১৯৯৮" নামে একটি খসড়া রেগুলেশন প্রস্তুত করা হয়। এর উপর সেতু কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের (এমসি) মতামতও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে খসড়া আইনটি "The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Bill 1998" নামে সংশোধিত আকারে জাতীয় সংসদে পাশ হয়ে যায়। এর প্রেক্ষাপটে বিচারপতি জনাব আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী পুনরায় উক্ত রেগুলেশনের খসড়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন করেন এবং "যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেগুলেশনস' ১৯৯৯" এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে আরও জানান যে, গত ৩/৬/৯৯ ইং তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং জনাব আবদুল কুদ্দুস চৌধুরীর উপস্থিতিতে রেগুলেশনের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিআরটিএ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ বিবেচনা করা হয়। নির্বাহী পরিচালক রেগুলেশনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে সভায় তুলে ধরেন।

৩। বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, কোন rate পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রেগুলেশনটি পুনরায় সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে কিনা। তাছাড়া Rules of Business অনুযায়ী রেগুলেশনের উপর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, rate পরিবর্তন তথা যে কোন পরিবর্তনের জন্য রেগুলেশনটি পুনরায় বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। অন্যদিকে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর প্রয়োজন নেই। কর্তৃপক্ষের বোর্ডের অনুমোদনই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র সচিব আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর প্রয়োজন আছে কিনা তার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের মতামত গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ের সাথে সকলেই একমত প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি রেগুলেশনের যে কোন বিষয়ে যাতে বিআরটিএ-এর সাথে বিরোধ না হয় সে বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেন। প্যানেল অব এক্সপার্টের স্থানীয় সদস্য ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকাদারের মতামত অনুযায়ী টোল আদায়কালে ছোট বাস এবং বড় বাসের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে সমস্যা দেখা দেওয়ায় এটি সংশোধনের প্রস্তাব রাখেন। তার জবাবে সভাপতি প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন এই মুহূর্তে সম্ভব নয় বলে জানান। ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী রেগুলেশনের অনুচ্ছেদ-৫ এ উল্লেখিত Maximum overall weight সংশোধন করে Maximum overall Width করার জন্য অনুরোধ জানান। স্বরাষ্ট্র সচিবের মতে রেগুলেশনের অনুচ্ছেদ-৬ এ বর্ণিত Road Traffic এর ক্ষেত্রে সেতুর উপর সর্বোচ্চ গতিসীমা ১০০ কিঃমিঃ/ঘন্টা বেশী মনে হওয়ায় তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রেগুলেশনের অনুচ্ছেদ ৬(১-২) এবং অনুচ্ছেদ ১৮(১-২) একই হওয়ায় অনুচ্ছেদ ১৮-এর ৩ রেখে ১ এবং ২ বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। নির্বাহী পরিচালক বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানান। তাছাড়া তিনি রেগুলেশনের যে সকল টেবিল অপূর্ণ রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পূর্ণ করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্ত :

বঙ্গবন্ধু সেতু সূচুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেগুলেশনস’ ১৯৯৯” এর খসড়ার উপর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর প্রয়োজন আছে কিনা, সে বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের মতামত গ্রহণ এবং উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৩-এ বর্ণিত অন্যান্য মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য O&M Operator-এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত Additional Plant & Equipment's-এর মূল্য Specification ও উপযোগিতা যাচাই এবং ক্রয় সংক্রান্ত document পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) চুক্তির Sixth Schedule-এ Additional Plant & Equipment's ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। এই সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দায়িত্বে রয়েছে O&M ঠিকাদার। ক্রয়ের পর উক্ত যন্ত্রপাতিগুলো Specification অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষাতে এর গুণগত মান, কার্যকারিতা, যথার্থতা, মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে আহবায়ক করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়।

২। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কমিটির সকল সদস্যকে এই সকল কাজের জন্য সমস্ত document পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় এবং যন্ত্রপাতির উপর বাস্তব মতামতের জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনসহ সভায় উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করতে হয়। এর জন্য তাদেরকে সময় ও পরিশ্রম দিতে হয়। সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাদের স্ব স্ব কাজের অতিরিক্ত কাজ হিসাবে এই কাজ করে থাকেন এবং সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একপ কাজের জন্য তাঁরা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। সেতু কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কমিটির সদস্যদেরকেও তাদের কাজের জন্য সম্মানী ভাতা দেয়া হয়ে থাকে। তাই নির্বাহী পরিচালক যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ছাড়া কমিটির বাকী সদস্যদের প্রত্যেককে প্রতিসভা এবং প্রতিবার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা করে সম্মানী ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করেন।

৪। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য O&M Operator-এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত Additional Plant & Equipment's-এর মূল্য, Specification ও উপযোগিতা যাচাই এবং ক্রয় সংক্রান্ত document পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের (যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ব্যতীত) প্রত্যেককে প্রতিসভায় যোগদান এবং প্রতিবার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা করে সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়।

আলোচ্যসূচী-৭ :

কন্ট্রাক্ট-৭ : বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-সড়কের নদীর সাইটে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিট কর্তৃক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন বিষয়ে অবহিত করণ প্রসঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, চুক্তি-৭ এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-সংযোগ সড়কের river side slope-এ গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৫,৪২,৫০০.০০ (পাঁচ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি সেতু কর্তৃপক্ষের ৬তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না থাকায় উক্ত কাজ তাদের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলে তারা জানায়। এর প্রেক্ষিতে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিটকে সরকারী আর্থিক বিধি অনুযায়ী এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লেখিত অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় কম অর্থ ব্যয় হয়েছে।

ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চুক্তি নং-৭ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-সড়কের river side slope-এ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিট কর্তৃক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি সভায় অবহিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-১ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরের জন্য বহিরাগত অডিটর নিয়োগ প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতি বৎসর দু'টি করে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা কর্তৃপক্ষের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত হিসাবের অডিট রিপোর্ট তাদের নিকট পেশ করতে হয়। ইতিপূর্বে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসর হতে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বৎসর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অডিটর নিয়োগপূর্বক হিসাব নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ডিসেম্বর-৯৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে অডিটর নিয়োগ অপরিহার্য।

২। অতঃপর নির্বাহী পরিচালক ১৯৮৫-৮৬ সাল হতে ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের নাম উল্লেখ করেন। তাছাড়া তিনি কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে প্যানেলভুক্ত ফার্মের নামও উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, হাওলাদার ইউনুছ এন্ড কোং পরপর দুই বৎসরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োজিত থাকায় কর্তৃপক্ষের ৫০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ফার্মকে বাদ দেয়া যায় এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে নিয়োজিত অপর ফার্ম তোহা আনোয়ার এন্ড কোং কে ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য পুনরায় নিয়োগ করা যেতে পারে। সভায় আলোচনান্তে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক উল্লেখিত ফার্মসমূহের মধ্য হতে ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য ২য় অডিটর হিসাবে মেসার্স একনাবিন এন্ড কোং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের বিষয়ে সভায় সকলেই একমত হন।

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে বহিরাগত অডিটর হিসাবে বর্তমানে নিয়োজিত তোহা আনোয়ার এন্ড কোং এবং নতুন ফর্ম হিসাবে আগামী দুই বৎসরের জন্য মেসার্স একনাবিন এন্ড কোং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(আনোয়ার হোসেন) ১২.২৮.৯৯
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

১৬ই আগস্ট, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৬৯তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
১।	সৈয়দ রেজাউল হায়াত সচিব	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	জনাব সফিউর রহমান সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	জনাব আনিসুল হক চৌধুরী সদস্য	ভৌত অবকাঠামো, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৪।	ডঃ এ, কে, আবদুল মুবিন সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
৫।	জনাব মানিক লাল সমদার অতিরিক্ত সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬।	জনাব এ, কে, এম, খলিলুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৭।	জনাব মিজানুর রহমান যুগ্ম-সচিব	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮।	জনাব এম, এম, আল-ফারুক যুগ্ম সচিব	ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯।	জনাব মোঃ আবদুল কাদের মিয়া যুগ্ম সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
১০।	জনাব মোঃ ফারুক আহমদ সিদ্দিকী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১১।	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা পরিচালক (পিএন্ডএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১২।	জনাব এ, এস, এম, মঞ্জুর প্রকল্প পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩।	জনাব বেনু গোপাল দে অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৪।	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৫।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬।	ডঃ এম, ফিরোজ আহমেদ পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।